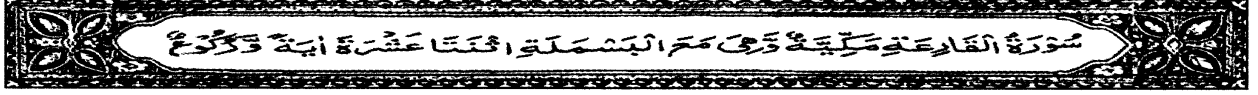


সূরা আল্ কারে'আ-১০১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ-কাল ও প্রসঙ্গ

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম দিকের সূরা। কুরআনের তফসীরকারদের সকলেরই এ অভিমত। নলডিকি ও মুইর একই মত পোষণ করেন। সূরা 'যিল্‌যালের' মত এ সূরাও শেষ যুগের বিশ্ব কাঁপানো মহাবিধ্বংসী ঘটনাবলী ও বিপ্লবাদের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সাবলীল বিবরণ প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী সূরাটিতে অশুভ শক্তিক্রের বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণের জীবনপণ সংগ্রামের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য সূরাটি সমভাবে বিচার-দিবসের তথা কিয়ামত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা অস্বীকারকারীদের জন্য এর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক ও ভয়াবহ দিন আর হতে পারে না।



সূরা আল্ কারে‘আ-১০১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১২ আয়াত এবং ১ রুকু

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। এক বিকট শব্দকারী (বিপদ)।

الْقَارِعَةُ ②

৩। কী সেই বিকট শব্দকারী (বিপদ) ৩৪১৮?

مَا الْقَارِعَةُ ③

৪। আর কিসে তোমাকে বুঝাবে সেই বিকট শব্দকারী (বিপদ) কী ৩৪১৯?

وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ ④

৫। সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত হয়ে পড়বে

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ⑤

৬। এবং পাহাড়পর্বত ধূনো পশমের মত হয়ে পড়বে ৩৪২০।

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ⑥

৭। অতএব *যার (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে ৩৪২১

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ⑦

৮। সে এক সন্তোষজনক জীবনের অধিকারী হবে।

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ⑧

৯। কিন্তু *যার (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑨

দেখুন : ক. ৭৪৯; ২৩ঃ১০৩; খ. ৭৪১০; ২৩ঃ১০৪।

৩৪১৮। ‘কারে‘আ’ এর সঙ্গে ‘আল্’ উপসর্গটি সংযুক্ত হয়ে ‘বিকট শব্দকারী বিপদকে’ নির্দিষ্ট করা ছাড়াও এর ভয়াবহতা প্রকাশ করছে। তদুপরি, ‘মা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে বুঝাচ্ছে, এ ‘বিকট শব্দকারী বিপদ’ সত্যিকারভাবে মহা-বিধ্বংসী ও জগদ্ব্যাপী হবে।

৩৪১৯। এ মহাবিপদ এতই ধ্বংস-সাধনকারী হবে যে এর বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। ৬৯নং সূরার ২-৫ আয়াতে এত ভয়াবহ মহাবিপদ বুঝাতে অনুরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। ‘কারে‘আ’ সংকট ছাড়াও অপ্রত্যাশিত আকস্মিক শান্তিকে বুঝিয়ে থাকে।

৩৪২০। যেহেতু সে ভয়াবহ ধ্বংসের ধারণা করা মানুষের জন্য সম্ভব নয়, সেহেতু সে ধ্বংসলীলার মাত্র কিছু বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে সে ভয়ঙ্কর ঘটনার সময় যে অবর্ণনীয় দুর্দশা, বিশৃঙ্খলা ও ক্রেশ উপস্থিত হবে তার কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে মাত্র। সেই প্রলয়ঙ্করী ঘটনা মানুষকে ধূনিত পশমের মত এদিক-সেদিক নিষ্কিপ্ত করবে। তারা কোথায়ও আশ্রয় পাবে না।

৩৪২১। ‘মাওয়াযীন’ শব্দটি যখন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন শব্দটির অর্থ হয়, তার কার্যাবলী। কিন্তু শব্দটি যখন কোন জাতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, ঐ জাতির জাগতিক উপায়-উপকরণ ও সম্পদ। সাম্প্রতিক কালের যুদ্ধ-সরঞ্জামের পরিভাষায় ‘টনের ওজন’ বা ‘টনেজ’ শব্দটি ‘মাওয়াযীনের’ প্রতিশব্দ বলা যেতে পারে। জাতিগত দিক থেকে দেখলে আয়াতটির অর্থ হবে, যে জাতির যত বেশি ধন-সম্পদ থাকবে অথবা যতবেশী ওজনের মালবাহী জাহাজ, এরোপ্লেন, ইত্যাদি থাকবে, তারা প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ততই অধিক শক্তিশালী প্রতিপন্ন হবে ও প্রভাব খাটাবে। এ অবস্থা সে জাতির সম্মান, প্রতিপত্তি ও সুখ-শান্তি বৃদ্ধির পরিচায়ক বলে মনে করা হবে।

★ ১০। তার জননী^{৩৪২২} হবে ‘হাবিয়া’।

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝

১ ১১। আর কিসে তোমাকে বুঝাবে এ (‘হাবিয়া’) কী?

وَمَا آدْرَاكَ مَا هِيَ ۝

[১২]

২৬ ১২। এ হলো এক জ্বলন্ত আগুন।

نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

৩৪২২। মায়ের সাথে তার গর্ভস্থ সন্তানের যেকোনো স্পর্শ, দোষের সাথে পাপীদেরও স্পর্শ। মায়ের গর্ভে ভ্রূণ অনেক স্তর পার হয়ে উন্নতি করতে করতে অবশেষে মানবাকারে পূর্ণতা লাভের পর নিষ্পাপ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। তেমনি পাপী লোকেরা স্বীয় পাপানুযায়ী অনেক ধরনের আধ্যাত্মিক শাস্তি ও যাতনা ভোগের মধ্য দিয়ে যখন পাপমুক্ত হয় তখন তাদের নতুন জীবন-লাভ ঘটে। দোষের শাস্তি ও জ্বালা-যন্ত্রণা পাপী ও দুষ্টকারীদের অনুতাপ করার ও আত্মশুদ্ধি করার সুযোগ দান করে। ইসলামের দৃষ্টিতে দোষ হচ্ছে সংশোধনকারী কারাগার বা নিরাময়কারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ।